

শিশুর যে ৭টি উপসর্গ অবহেলা করা ঠিক নয়
ডাঃ আশীষ কুমার চক্রবর্তী, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ
দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮ ইং

বড়দের মতো শিশুদেরও রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু সব ধরনের উপসর্গকে প্রকাশ করতে পারে না। কাজেই শিশুর ছোটখাটো উপসর্গকে অবহেলা না করে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার টেষ্টা করতে হবে। তাই বলে অযথা উদ্ভিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। চিন্তিত না হয়ে বরং সচেতন হলেই শিশুর অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে প্রারম্ভেই রেহাই পাওয়া সম্ভব।

১। খুব বেশি জ্বর : জ্বর শিশুর একটি পরিচিত উপসর্গ। বলা হয়ে থাকে যেখানেই ইনফেকশন বা প্রদাহ সেখানেই জ্বর। তাই জ্বর হলে বাবা মা'কে সবসময় সজাগ থাকা উচিত। কারণ শিশুর তাপমাত্রা যদি ১০৪ ডি.ফা. বা ৪০ ডি. সেঃ- এর নিচে থাকে তাহলে হয়ত খুব ভয়ের কিছু নেই কিন্তু যখনই তাপমাত্রা এর উপরে চলে যাবে তখন তা মস্তিষ্কের কোষ 'নিউরন'কে বিকল করে দিতে পারে এবং শিশু কিছুক্ষণের মধ্যে মারাও যেতে পারে। তাই জ্বর হলে অবহেলা করা ঠিক নয়।

২। সর্দি-কাশি : যদি শিশুর কাশি থাকে কিন্তু সেই সঙ্গে জ্বর বা শ্বাসকষ্ট না থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটি এলার্জির কারণে হয়েছে যা এমনিতেই ২/৩ দিনের মধ্যে ভাল হয়ে যাবে কিন্তু যদি কাশির সঙ্গে জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট থাকে তখন বুঝতে হবে এটি শ্বাসনালীর নিচের অংশকে আক্রমণ করছে যা হতে পারে নিউমোনিয়া বা এ্যাজমা। তাই দেরি না করে সাথে সাথেই শিশু বিশেষজ্ঞে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

৩। হলুদাভ বর্ণ : জন্ডিস বা হেপাটাইটিসের প্রথম উপসর্গ হচ্ছে চোখের সাদা অংশ, জিহ্বার নিচে এবং ত্বক ইত্যাদি স্থানের হলুদ বর্ণের হয়ে যাওয়া। সেই সঙ্গে থাকে বমি এবং চায়ের রং এর মতো প্রস্রাব। এ সময় অযথা শিশুকে ঘরে না রেখে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ দেরি করলে লিভার বিকল হয়ে যেতে পারে এবং তখন আর কিছুই করার থাকবে না।

৪। ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা : এটি পরিপাকতন্ত্রের ইনফেকশনের জন্যই হতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুর পায়খানা সবুজ বর্ণের, পানির মতো পাতলা এবং দুর্গন্ধযুক্ত হবে। সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে পানিশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন। কারণ এ সময় শিশুর দেহে পানির ঘাটতির ফলে প্রস্রাব কমে যায়, চোখ কোটরে ঢুকে যায়, ঠোঁট, জিভ, ত্বক শুকিয়ে যায় এমনকি কান্না করলেও চোখে পানি আসে না। ডিহাইড্রেশনের অবস্থান দীর্ঘ হলে কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে এবং শিশুর অবস্থা খারাপের দিকে চলে যাবে। তাই পাতলা পায়খানা শুরু হলে সাথে সাথেই খাবার স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে।

৫। অস্বাভাবিক আচরণ : শিশু যদি প্রতিদিনের চেয়ে একটু অন্যরকম আচরণ করে অর্থাৎ ঠিকমতো খেলাধুলা করছে না কিংবা এক জায়গায় নিস্তেজ হয়ে বসে আছে, ডাকলেও ঠিকমতো সাড়া দিচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে যে তার মস্তিষ্ক ঠিকভাবে কাজ করছে না। কারণ হিসাবে বলা যায়, মেনিসজাইটিস, এসকেফালাইটিস কিংবা শরীরের কোন গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থের তারতম্য যা শিশুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

৬। পেটের মধ্যে চাকা : শিশুর পেটে কোন মাংসল চাকা অনুভূত হলে তা সহজভাবে নেয়া উচিত নয় কারণ এটা হতে পারে কিডনি টিউমার, প্লীহা বা স্প্লিন-এর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি যা রক্তের ক্যান্সার-এর কারণে হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে বলা যায় টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া বা এফেনডিকুলার লাম্প ইত্যাদি।

৭। শিশুর, মাথাব্যথা : আপনার ৬-৭ বছরের শিশুটি যদি সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বলে যে তার মাথাব্যথা করছে বা মাথাব্যথার কারণে তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে তাহলে এটি মোটেও ভাল লক্ষণ নয়। এটা মস্তিষ্কের ভিতর বাড়তি চাপের জন্যই থাকে এবং রোগ হিসাবে ব্রেইন বা মস্তিষ্কের ভিতর জলীয় পদার্থের আধিক্য যাকে বলা হয় হাইড্রোক্যেফলোস হয়েছে বলেই মনে করা হয়। এ ক্ষেত্রে আপনার অবহেলা শিশুর প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।